CBCS B.A. HONS - POLITICAL SCIENCE

SEM V - DSE-2 : United Nations and Global Conflicts
TOPIC– I (a) : An Historical Overview of the United Nations
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

Piku Das Gupta, Associate Professor, Dept. of Political Science

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

(An Historical Overview of the United Nations)

জাতিসংঘ (League of Nations) হলো সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (United Nations) পূর্বের এক আন্তর্জাতিক সংগঠন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে প্যারিসে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে বিশ্বশান্তির উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তোলার ইচ্ছা সমবেত রাষ্ট্রগুলির সামনে তুলে ধরা হয়। তারই ফল হল জাতিসংঘের (League of Nations) গঠন। এই লিগের সংবিধান কভেন্যান্ট (Covenant) নামে পরিচিত যা তৈরির ব্যাপারে তৎকালীন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রগুলি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। আমেরিকার তৎকালীন রাষ্ট্রপতি উইলসনের খসড়া (Third Draft) এবং ব্রিটেনের ফিলিমোর কমিটির (Philimore Committee) প্রস্তাবের ভিত্তিতেই লিগের কভেন্যান্ট তৈরি করা হয়। লিগের মুখ্য অঙ্গ ছিল তিনটি (ক) লিগ পরিষদ (League Council), (খ) লিগ সভা (League Assembly) এবং (গ) লিগের কর্মদপ্তর (League Secretariat)।

এ ছাড়াও লিগের সঙ্গে যুক্ত কিন্তু স্বশাসিত সংস্থাগুলি হল **আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা** (International Labour Organisation), **স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালত** (Permanent Court of International Justice) বিশেষ সংস্থাগুলি যাদের সঙ্গে কভেন্যান্টের ২২নং ধারার মাধ্যমে লিগের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। সুচনায় মুখ্য মিত্রশক্তিবর্গের ও মিত্রশক্তিবর্গের সঙ্গে যুক্ত দেশগুলির (Allied and Associated Powers) প্রতিনিধি আর চারজন অন্যান্য সদস্য, যাদের নির্বাচনের দায়িত্ব ছিল লিগ সভার উপর - এদের নিয়েই লিগ পরিষদ গঠিত হয়। এরপরে বিভিন্ন পর্যায়ে, লিগ পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। জার্মানি স্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে। লিগ পরিষদের অস্থায়ী সদস্যের সংখ্যাও ছয়, নয়, এগারো এই ক্রম অনুসারে বৃদ্ধি করা হয়। কার্যত, লিগ পরিষদ বছরে চারবার মিলিত হত। জরুরী প্রয়োজনে লিগ পরিষদ বিশেষ অধিবেশনে মিলিত হতে পারত।

- রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করা ছাড়াও পরিষদের দায়িত্ব ছিল ম্যানডেট ব্যবস্থার (Mandate System) তদারকীকরণ।
- অন্যান্য বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক দায় পরিষদকে দেওয়া হয়েছিল।
- নতুন সদস্য সভার দুই তৃতীয়াংশ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হতে পারত।

- বিশ্বশান্তি সংক্রান্ত কাজ লিগ সভার উপর অর্পণ করা হয়েছিল। বছরে একবার মিলিত হয়ে ছয়টি প্রধান কমিটির মাধ্যমে লিগ সভা তার দায়িত্ব পালন করত।
- লিগ সভা সভায় লিগের প্রত্যেকটি সদস্যরাষ্ট্রের একটি করে ভোটাধিকার ছিল।
- কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা কভেন্যান্টে লিখিত ছিল। পরে লিগ সভা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সুপারিশ করার পদ্ধতি অবলম্বন করে।
- লিগের তৃতীয় অঙ্গ কর্মদপ্তরের মত উন্নতমানের দপ্তর আন্তর্জাতিক সংস্থার ইতিহাস আগে দেখা যায়নি।

লিগের দুর্বলতা:

১) পরিষদের ভোট ব্যবস্থা - সকল সদস্যের সম্মতি ব্যতীত কোন প্রস্তাব গৃহীত হওয়া আইনানুগ ছিল না। একমাত্র বিরোধে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হতো।

২) লিগ পরিষদের তথা লিগের বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ছিল না। যদি একমত হয়ে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত হতো, তাহলেও সেই প্রস্তাব কার্যকরী করার ক্ষেত্রে, বিশেষত শাস্তিমূলক ব্যবস্থারূপে সামরিক শক্তি প্রয়োগের প্রশ্নে সদস্যবর্গের নিজস্ব মত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা ছিল।

বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পথ প্রশস্থ করাই লিগের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কভেন্যান্টে যে বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে এই যৌথ নিরাপত্তার পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেগুলি হল :-

(১) নিরস্ত্রীকরণ;
(২) শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিবাদের মীমাংসা ও আন্তর্জাতিক আইনে যুদ্ধকে বেআইনি ঘোষণা করা
(৩) প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যৌথভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া;
(৪) লিগের আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।

উপরোক্ত প্রথম বিষয়টি (নিরস্ত্রীকরণ) সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা - যে বিবাদ-বিসম্বাদ আন্তর্জাতিক শান্তিভঙ্গের কারণ হয়ে উঠতে পারে, সেই সকল বিবাদ মীমাংসা করা সদস্য-রাষ্ট্রগুলির দায়িত্ব-এই কথাই কভেন্যান্টে ভাবা হয়েছিল। বিবাদগুলি মীমাংসার জন্য সংশ্লিষ্ট দেশগুলি সালিসি ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারে, আইনানুগ মীমাংসায় দেশগুলি সালিসি ব্যবস্থার

সাহায্য নিতে চাইত তবে তাদের সালিসি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য থাকতে হত। যদি বিবাদমান রাষ্ট্রের কোন একটি রাষ্ট্র উপরোক্ত সিদ্ধান্ত মেনে নিত তবে কোন সদস্য-রাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারত না। লিগ তার সদস্য-রাষ্ট্রগুলির উপর একে অপরের ভৌগালিক অখণ্ডতা এবং স্বাধীনতাকে আগ্রাসনের হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব অর্পণ করেছিল এবং সদস্য রাষ্ট্রবর্গ এই দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিল। সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করার ক্ষমতা লিগ পরিষদের থাকলেও তাকে কার্যকরী করার ক্ষমতা সদস্য-রাষ্ট্রগুলির স্বতন্ত্র মতামতের উপর নির্ভর করত।

এবার এই ব্যবস্থা কতখানি সার্থক হযেছিল সেই প্রসঙ্গে আসা যাক। লিগের প্রথম দশক কিন্তু সার্থকতার দিকেই নির্দেশ করে। লিগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই জাতিসংঘ ফিনল্যাণ্ড ও সুইডেনের মধ্যে আলান্ডদীপপুঞ্জ (Aalandlsland) সংক্রান্ত বিষয়টির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকাপালন কর্বেছিল। প্রথম দশকে আরও কয়েকটি সাফল্য হল, আলবেনিয়া, ইউগোশ্লাভিয়া ও গ্রিস (১৯২১), গ্রিস ও ইতালি (১৯২৩), ইরাক ও তুরস্ক (১৯২৪-২৫) এবং গ্রিস ও বুলগেরিয়া (১৯২৫)এই বিবাদগুলির ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষার কাজ।

পরবর্তীতে, দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া লিগের পরবর্তী দশকের চিত্রটি একেবারেই বিপরীত। বারংবার আঘাতে লিগ ব্যবস্থা পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিল। লিগের এই অন্ধকার দশকের ব্যর্থতার ঘটনাগুলি হল ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ এবং অধিকার, ১৯৩৪-৩৫ খ্রিষ্টাব্দে আবিসিনিয়ার প্রতি ইতালির আগ্রাসন, ভার্সাই চুক্তি অনুযায়ী জার্মানির সামরিক শক্তির আওতামুক্ত রাইনল্যাণ্ড (Rhineland) অঞ্চলটিতে জার্মান সামরিক শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা, অষ্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে যথাক্রমে ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে জার্মান আগ্রাসন, ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়নের ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ, এবং ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দেই পোল্যান্ডের উপর জার্মান আক্রমণ। শেষোক্ত ঘটনাটি কেন্দ্র করেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুচনা হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার প্রয়োজনবোধ থেকে লিগ গঠিত হলেও, খুব কম সময়ের মধ্যে আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করতে সম্পূর্ণ লিগ ব্যর্থ হয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল একমাত্র ইতালির বিরুদ্ধে ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে আংশিকশাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া, উপরোক্ত অন্যান্য আগ্রাসনের ক্ষেত্রে লিগ কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়নি। ইতালির বিরুদ্ধে যাও বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, তাও কার্যকরী হয়নি। ফলে আবিসিনিয়া, ইতালীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কাঠামোগত দুর্বলতা, কভেন্যান্টের অসম্পূর্ণতা থাকলেও, লিগের পতনের প্রধান কারণ কিন্তু সদস্য-রাষ্ট্রবর্গের নিজ দায়িত্ব পালনে অনিচ্ছা এবং ঔদাসীন্য। জার্মানি ও ইতালির প্রতি লিগের প্রধান দুইটি সদস্য-রাষ্ট্র ব্রিটেন ও ফ্রান্সের তোষণ-নীতি লিগের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যে-ঢারটি শান্তিচুক্তি হয়েছিল সেগুলির মধ্যে লিগ কভেন্যান্টের অন্তর্ভুক্তির ফলে কিছু আইনগত অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল। অনেকেরই লিগকে বিজয়ী দেশগুলির সংগঠন বলে মনে হত। পরবর্তীকালে অবশ্য কভেন্যান্টকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র চক্তিরূপে স্বীবৃতি দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে লিগ কখনই একটি সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক সংগঠন রূপে গড়ে ওঠেনি। এটি প্রধানত ইউরোপীয় সংগঠনই ছিল এবং লিগের প্রধানতম দুর্বলতা ছিল আমেরিকার সদস্য না হওয়া। ভার্সাই চক্তি মার্কিন সেনেটে বাতিল হয়ে যাওয়ায় আমেরিকা লিগের সদস্য হতে পারেনি। উপরন্তু আগ্রাসী দেশগুলি যেমন জাপান ও জার্মানি এবং ইতালি লিগ পরিত্যাগ করে তাদের আগ্রাসন নীতি বজায় রেখেছিল।

শান্তিরক্ষার কাজে লিগের সাফল্যের তুলনায় ব্যর্থতার পাল্লাই অনেক বেশি ভারি। অর্থনীতি, জনস্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সামাজিক ও শ্রম-সংক্রান্ত সমস্যা ইত্যাদি বিভিন্ন অ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লিগের সাফল্যও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যর্থতার কারণে চাপা পড়ে গেছে। যদিও আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শকের সম্মান লিগেরই প্রাপ্য। লিগের প্রদর্শিত পথ ধরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) গঠিত হয়, ঠিক যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লিগের সৃষ্টি হয়েছিল।